সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত

জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার (মাতৃকেন্দ্র)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনসংখ্যা কার্য্যক্রম
পল্লী মাতৃকেন্দ্র ব্যবহার (মাতৃকেন্দ্র)
সমাজ সেবা অধিদপ্তর

সম্পাদনায়ঃ সালমা চৌধুরী

সমাজ সেবা অধিদপ্তর

পটভূমি ঃ জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বাংলাদেশের একটি মারাত্মক সমস্যা। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯১ ভাগ লোকই (১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুসারে) গ্রামে বাস করে। গ্রামের উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। বিশেষ করে জনসংখ্যা রোধের জন্য গ্রামের মহিলাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গ্রামের মহিলাদের জনসংখ্যা রোধ ও অর্থনৈতিক মুক্তির কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে কতগুলি বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সমাজ সেবা দপ্তরাধীন গ্রামীণ সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত "জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার" (সংক্ষেপে মাতৃকেন্দ্র) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৭৫ সনে পরীক্ষামূলক কর্মসূচী হিসাবে চালু করা হয়। এই প্রকল্পের ব্যয় ভার বিশ্ব ব্যাংক এর আর্থিক সাহায্য থেকে সংকুলান করা হয়। "জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার" শীর্ষক প্রকল্পের কর্মসূচী গ্রামীণ সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাধীন ১৯টি সাবেক জেলার ১৯টি থানাতে (বর্তমান উপ জেলা) ১৫২টি ইউনিয়নের (প্রতি উপ জেলায় ৮টি ইউনিয়ন) ৭৬০টি গ্রামে (প্রতিটি ইউনিয়নের ৫টি গ্রামে) প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কর্মসূচী চালু করা হয়। ১৯৮০ সনের জুন মাসে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের মেয়াদ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি প্রথম পর্যায়ের কাজ সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে (১৯৮০—৮৪) প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচী চালুকৃত ১৯টি উপ জেলার সংগে আরও ২১টি উপ জেলার ১৬৮টি ইউনিয়নের (প্রতি উপ জেলায় ৮টি ইউনিয়নে) ৮৪০টি গ্রামে (প্রতি ইউনিয়নের ৫টি গ্রামে) সম্প্রসারণ করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মোট (১৯+২১) ৪০টি উপ জেলায় (১৫২+১৬৮) ৩২০টি ইউনিয়নে (৭৬০+৮৪০)–১,৬০০টি গ্রামে মাতৃকেন্দ্রের কর্মসূচী চালু করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হওয়ার পর তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে (১৯৮৫—৯০) সালে প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের কর্মসূচী চালুকৃত ৩৪টি উপ জেলার সংগে আরও ৪০টি উপ জেলার ৩২০টি ইউনিয়ন এর ২,৫৬০টি গ্রামে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি উপ জেলায় ৬৪টি গ্রামে মাতৃকেন্দ্র প্রকল্পের কর্মসূচী চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে। এই পর্যায়ে প্রকল্পভুক্ত মোট উপজেলার সংখ্যা হবে (৪০+৪০) ৮০টি এবং গ্রামের সংখ্যা হবে (৫,১২০টি)।

২। কার্যক্রমের প্রকল্পভুক্ত উপ জেলাসমূহের নাম পর্যায়ক্রমে নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

(ক) প্রথম পর্যায়েঃ

উপজেলা	জেলা
১। কালিয়াকৈর	গাজীপুর
২। ঈশ্বরগঞ্জ	ময়মনসিংহ
৩। গোপালপুর	টাংগাইল
৪। কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ

উপজেলা	জেলা
৫। রাংগুনিয়া	চট্টগ্রাম
৬। রাঙ্গামাটি	পার্বত্য চট্টগ্রাম
৭। বিয়ানীবাজার	সিলেট
৮। হাজীগঞ্জ	চাঁদপুর
৯। রায়পুর	লক্ষ্মীপুর
১০। মহাদেবপুর	নওগাঁ
১১। শেরপুর	বগুড়া
১২। সুজানগর	পাবনা
১৩। বোদা	পঞ্চগড়
১৪। জলঢাকা	নীলফামারী
১৫। ফকিরহাট	বাগেরহাট
১৬। ঝিকরগাছা	যশোহর
১৭। আলমডাঙ্গা	চুয়াডাংগা
১৮। স্বরূপকাঠি	পিরোজপুর
১৯। বাউফল	পটুয়াখালী
(খ) দ্বিতীয় পর্যায়	
১। আড়াইহাজার	নারায়ণগঞ্জ
২। গজারিয়া	মুন্সিগঞ্জ
৩। তাড়াইল	কিশোরগঞ্জ
৪। মেলেন্দাহ	জামালপুর
৫। নাগরপুর	টাংগাইল

উপজেলা	জেলা
৬। পালং	শরিয়তপুর
৭। ফটিকছড়ি	চট্টগ্রাম
৮। চকরিয়া	কক্সবাজার
৯। নবীগঞ্জ	সিলেট
১০। সেনবাগ	নোয়াখালী
১১। পুটিয়া	রাজশাহী
১২। শীবগঞ্জ	চাপাইনবাবগঞ্জ
১৩। ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট
১৪। তাড়াশ	সিরাজগঞ্জ
১৫। ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
১৬। সাদুল্লাপুর	গাইবান্ধা
১৭। হাতীবান্দা	লালমনিরহাট
১৮। তালা	সাতক্ষিরা
১৯। সারসা	যশোহর
২০। মীরপুর	কুষ্টিয়া
২১। মুলাদী	বরিশাল

(গ) তৃতীয় পর্য্যায় ঃ

১৯৮৬-৮৭

১। সোনারগাঁও	নারায়ণগঞ্জ
২। রূপগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ

উপজেলা	জেলা
৩। সদরপুর	ফরিদপুর
৪। পীরগাছা	রংপুর
৫। রাজনগর	মৌলভীবাজার
৬। বরকল	পার্বত্য চট্টগ্রাম
৭। ডুমুরিয়া	খুলনা
৮। নালিতাবাড়ী	শেরপুর
৯। সিংড়া	নাটোর
১০। আখাউড়া	বি, বাড়ীয়া
১৯৮৭-৮৮	
১। সিংগাইর	মানিকগঞ্জ
২। রাজৈর	মাদারীপুর
৩। নাইক্ষংছড়ি	বান্দরবন
৪। পরশুরাম	ফেনী
৫। নবীনগর	বি, বাড়ীয়া
৬। পোর্শা	নওগাঁ
৭। ঈশ্বরদী	পাবনা
৮। নাগেশ্বরী	কুড়িগ্রাম
৯। আমতলী	বরগুনা
১০। হরিনাকুণ্ড	ঝিনাইদহ
১৯৮৮-৮৯	
১। নবাবগঞ্জ	ঢাকা
২। ফুলবাড়ীয়া	ময়মনসিংহ
৩। দেওয়ানগঞ্জ	জামালপুর

উপজেলা	জেলা
৪। চান্দনাইশ	চট্টগ্রাম
৫। দিরাই	সুনামগঞ্জ
৬। সরাইল	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৭। গাবতলী	বগুড়া
৮। ফুলছড়ি	গাইবান্ধা
৯। কোটচাঁদপুর	ঝিনাইদহ
১০। দামুরহুদা	চুয়াডাঙ্গা

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ (ক) গ্রাম পর্য্যায়ে মাতৃকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মহিলাদের সংগঠন করা।

(খ) গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিশু পালন, শিল্পজাত, ইত্যাদি বিষয় প্রশিক্ষণ দান এবং বৃত্তিমূলক উৎপাদনমুখী কার্যাক্রমের মাধ্যমে অবহেলিত মহিলাদের উপার্জনক্ষম, আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা, তৎসংগে জীবনের মান উন্নয়ন, সচেতনতা সৃষ্টি করা ও ছোট পরিবার গঠনের বিষয় শিক্ষাদান ও সক্ষম দম্পতিদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

৪। প্রকল্পের কাঠামো তৃতীয় পর্যায়ে (১৯৮৫—১৯৯০ সাল)

বিঃ দ্রঃ উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তাগণ মাতৃকেন্দ্রে প্রকল্পের কর্মসূচী সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত আছেন এবং আর্থিক হিসাব-নিকাশ পরিচালনা রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।

৫। কর্মকর্তাদের দায়িত্ব :

(১) প্রকল্প পরিচালক : প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সকল দায়িত্ব প্রকল্প পরিচালকের উপর অর্পিত। মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচীকে সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালক পরিকল্পনা, প্রশাসন, অর্থ বিষয়াদি এবং বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগাযোগ স্থাপন এবং মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন।

(২) সহকারী পরিচালক : সহকারী পরিচালকগণ প্রকল্প পরিচালককে সকল বিষয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন।

(৩) কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসারের কার্য্য বিবরণী :

১। মাতৃকেন্দ্রের পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের মান নিয়ন্ত্রণ।
২। বাজার পর্যবেক্ষণ করিয়া দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা।
৩। আঞ্চলিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান-সমূহের সহিত কেন্দ্রীয় যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ রাখা।
৪। বিক্রয় অগ্রগতির বিভিন্ন পর্ব (?) নির্দিষ্ট করন।
৫। অধিক পণ্য বিক্রয়ের জন্য ক্রেতা ও ব্যবসায়ী নির্দ্ধারণ ও বাজারজাতকরণ।
৬। হস্ত শিল্পের নমুনার ছবিসহ তালিকা তৈরী করে প্রস্তুত কারক ও ক্রেতা উভয়কে অবগত করানো।

(৪) ডিজাইনার :

১। মাতৃকেন্দ্র প্রকল্পের উৎপাদনমূলক দ্রব্যসমূহের জন্য উন্নত মানের নতুন নতুন নকশা উদ্ভাবন করা।
২। প্রচারের মাধ্যমে দেশের ভিতরে এবং বিদেশে মাতৃকেন্দ্রের উৎপাদিত দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি করা।

(৫) মার্কেটিং অফিসারের দায়িত্ব :

১। সদর দপ্তরের মার্কেটিং ইউনিট পরিচালনা করা।
২। মাতৃকেন্দ্রের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ের সো রুম পরিচালনা করা।
৩। মাতৃকেন্দ্রের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রি বিক্রয়ের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করা।
৪। বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য বাজার জরীপ কার্য্য পরিচালনা করা।

(৬) উপজেলা সমাজ সেবা অফিসারের দায়িত্বসমূহ :

উপজেলায় সমাজ সেবা কার্যক্রমে বাস্তবায়নের সকল দায়িত্ব উপজেলা সমাজ সেবা অফিসারের উপর অর্পিত। তিনি মাতৃকেন্দ্রের কর্মসূচী বাস্তবায়নের সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করেন। তিনি সুপারভাইজার ও মোটিভেটার কাম ইনষ্ট্রাক্টারদের পরিচালনা করে থাকেন। উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার

সর্বদা কর্মসূচী পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। তিনি গ্রামীণ নেতাদের ও নিজস্ব কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন বিষয় প্রশিক্ষণ দান করেন। জরীপের মাধ্যমে গ্রামের প্রকৃত সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং সমস্যা সমাধানে সক্রিয় প্রচেষ্টা গ্রহন করে থাকেন। স্থানীয় সরকার ও বেসরকারী অফিসারদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন ও তাদের সহযোগিতা এবং প্রয়োজনবোধে সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, আর্থিক বিষয়াদি-সহ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কেন্দ্রের অফিসের সংগে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করে এবং তাদের নির্দেশ অনুযায়ী কর্ম সমাধান করেন। প্রতি মাসে তিনি কর্মসূচী প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কেন্দ্রের অফিসে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তিনি স্থানীয় প্রশাসন এবং স্থানীয় লোকজনদের সহযোগীতায় কর্মসূচীকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন। তিনি তার অধীনস্থ কর্মচারীদের নিয়ে নিয়মিত সভা করে থাকেন এবং তাদের কাজের তদারকি করেন। উপজেলা সমাজ সেবা অফিসারের দক্ষতা ও প্রচেষ্টার উপরই কর্মসূচী অনেক অংশে নির্ভরশীল।

মাঠ কর্মী ও ফিল্ড সুপারভাইজার: মাঠ কর্মী বা ফিল্ড সুপারভাইজার হচ্ছে কর্মসূচীর প্রাণ কেন্দ্র। তাদের দক্ষতা ও নিষ্ঠার উপর কর্মসূচী নির্ভরশীল। তিনি কর্মসূচী সম্পর্কে মটিভেটর-কাম-ইন্সট্রাকটরদেরকে অবহিত করে থাকেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে পরিচালনা করেন। নিয়মিত তাদেরকে তদারকি করেন এবং কর্মসূচীকে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সর্বদা সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। স্থানীয় কর্মকর্তা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত এবং তাহাদের সহযোগিতা গ্রহণ করে থাকেন। মাতৃকেন্দ্রের পরিচালনা কমিটির কার্য পদ্ধতি যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেই জন্য মাঠ কর্মী ও ফিল্ড সুপারভাইজারগণ মাতৃকেন্দ্রের সদস্যাদেরকে প্রশিক্ষণ দান করে থাকেন। তিনি কমিটির কাগজপত্র, রেজিষ্টার খাতা, খণদান গ্রহন বিষয়াদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা দেবেন। স্থানীয় অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ও সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন এবং মাতৃকেন্দ্রের সদস্যাদের বিভিন্ন বিষয় প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করেন।

মটিভেটর-কাম-ইন্সট্রাকটর এর দায়িত্ব ও কর্তব্য:

(১) মাতৃকেন্দ্রের জন্য গ্রাম নির্বাচন ও পরিচালনা কমিটি গঠন এবং পরিচালনা কমিটিকে কর্মসূচী বাস্তবায়নের যাবতীয় ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে হবে।

(২) প্রকল্পভুক্ত গ্রামের সন্তানদানে সক্ষম মহিলাদের (১৫—৪৯ বৎসর) মাতৃকেন্দ্রে একত্রিত করে ছোট পরিবার গঠনের বিষয়ে শিক্ষাদান ও পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহণের উদ্বুদ্ধ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য করা এবং পদ্ধতিওয়ারী প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা।

(৩) মাতৃকেন্দ্রের তালিকাভুক্ত দুঃস্থ মহিলাদের এলাকার চাহিদা মোতাবেক স্বল্প মেয়াদী (৩/৬ মাস) সিলেবাসের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ হাতে কলমে শিক্ষা দিতে হইবে এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পণ্য উৎপাদন কাজে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৪) একজন মটিভেটর-কাম-ইন্সট্রাক্টর ৩ (তিন)টা মাতৃকেন্দ্রের কর্মসূচী পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন।

(৫) মাতৃকেন্দ্রের তালিকাভুক্ত সদস্যদের মধ্যে মাতৃকেন্দ্র প্রকল্পের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এবং ঘূর্ণায়মান তহবিলের অর্থ (যাহা সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে বিতরন করা হচ্ছে) বিতরন ও আদায়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে হবে।

(৬) প্রতিটি মাতৃকেন্দ্র সদস্য ভর্তি রেজিস্টার, দৈনিক হাজিরা রেজিস্টার, পরিবার পরিকল্পনা রেজিস্টার, প্রশিক্ষণার্থীদের রেজিস্টার ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

(৭) মাতৃকেন্দ্রের তালিকাভুক্ত মহিলাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, শিশু যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান দান করতে হবে।

(৮) মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের দ্বারা যে সমস্ত পণ্যসামগ্রী তৈরী করা হয় তাহা বিক্রয়-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) প্রতি মাসে কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী "ছক" মোতাবেক উপজেলা সমাজ সেবা অফিসারের যথাসময়ে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে মাসিক নূন্যতম লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হলে তার মাসিক বেতন প্রদান স্থগিত এবং ক্রমান্বয়ে ৩ (তিন) মাসের কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন সন্তোষজনক না হলে তাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হবে।

(১০) সদস্যদের মাসিক সভার আয়োজন করতে হবে।

(১১) মাতৃকেন্দ্রের সদস্যদের হাঁস মুরগী ও পশু পালন, বৃক্ষ রোপন, শাক-সব্জীর বাগান করা, মৎস্য চাষ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান দান এবং সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় উক্ত কার্যাসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬। **মাতৃকেন্দ্র পরিচালনা কমিটি :** মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচীকে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য মাতৃকেন্দ্রের পরিচালনার কমিটি গঠন করা হয়। মাতৃকেন্দ্রের পরিচালনা কমিটির গঠনের নীতিমালা। ইউনিয়ন সমাজ কর্মী ও ইন্সট্রাক্টর-কাম-মোটিভেটরগণ নির্দিষ্ট তারিখে প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, গ্রাম কমিটি সদস্য, গ্রামের বিশিষ্ট সমাজ সেবী এবং মাতৃকেন্দ্রের তালিকাভুক্ত সদস্যগণ

প্রকল্পভুক্ত গ্রামের সকল মহিলাদের একটি সভা আহবান করবেন এবং উক্ত সভায় মাতৃকেন্দ্রের তালিকাভুক্ত সদস্যাদের মধ্য হতে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করবেন ঃ

পদের নাম	সংখ্যা
১। সভানেত্রী	১ জন
২। সহ-সভানেত্রী	১ ,,
৩। সম্পাদিকা	১ ,,
৪। সহ-সম্পাদিকা	১ ,,
৫। সদস্যা	৭ ,,

মাতৃকেন্দ্রের সদস্যা সংখ্যা ন্যুনতম ২০ জন হতে হবে। মাতৃকেন্দ্রের সদস্যা মধ্য হতে ২০ জনকে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে প্রনোদিত করতে হবে। ২০ জন আবার গ্রামের ১০ জন মহিলাকে পরিবার পরিকল্পনা উদ্বুদ্ধ করবেন। মোটিভেটর-কাম-ইন্সট্রাকটর ৫ জন মহিলাকে পরিবার পরিকল্পনা উদ্বুদ্ধ করণে এইরূপে মোট বৎসরে ৩৫ জনকে পরিবার পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

মাতৃকেন্দ্র পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব ঃ সভানেত্রী কমিটির সকল প্রকার সভাপতিত্ব করবেন এবং সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করবেন। সভানেত্রী আনুমানিক সহ-সভানেত্রী, সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন। সম্পাদিকা কমিটির সম্পাদিকা মাতৃ-কেন্দ্রের কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সার্বজনিক দায়িত্ব পালন করবেন। তার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) মাতৃকেন্দ্রের যাবতীয় রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করবেন।

(২) মাতৃকেন্দ্রের যাবতীয় যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন।

(৩) মাতৃকেন্দ্রের তালিকাভুক্ত সদস্যাদের সঞ্চয়ে অভ্যাস গড়িয়া তোলার জন্য মাসিক ১·০০ টাকা হারে চাঁদা আদায় করবেন।

(৪) মাতৃকেন্দ্রের জন্য যেহেতু বিভাগীয় কোন নিজস্ব ঘরের ব্যবস্থা নাই সেই জন্য মাতৃকেন্দ্রের সদস্যাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়বে যদি উক্ত গ্রামে গণমিলনায়তন কেন্দ্র না থাকে।

(৫) মাতৃকেন্দ্রের নামে ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে। আদায়কৃত যাবতীয় অর্থ উক্ত হিসাবে জমা থাকবে। উক্ত হিসাবটি সমাজ সেবা কর্ম-কর্তা, ইউনিয়ন সমাজকর্মী ও সম্পাদিকার যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। ক্যাশ বুক, ভাউচার, স্টক রেজিস্টার ইত্যাদি সম্পাদিকা সংরক্ষণ করবেন।

(৬) মাতৃকেন্দ্র প্রকল্পের ঋণ প্রদানের জন্য নিযুক্ত ঋণ গ্রহিতাকে সুপারিশ করে থাকেন।

(৭) সকল প্রকার সভা সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হবে। ইহার অনুলিপি সমাজ সেবা কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(৮) পরবর্তী সভায় পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।

(৯) সভাপতির অনুমতিক্রমে সকল সভার আহবান করতে হবে।

(১০) উপজেলা সমাজ সেবা কার্যক্রমের আহবানকৃত সভায় উপস্থিত থাকবেন। সহ সম্পাদিকা, সম্পাদিকার অনুপস্থিতিতে সহ-সম্পাদিকা সম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করবেন।

৭। "জনসংখ্যা কার্যক্রমের পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার" শীর্ষক প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ

(ক) **মাতৃকেন্দ্র স্থাপন ঃ** (১৯৮৫—৯০) মেয়াদে কর্মসূচী বিদ্যমান ৪০টি উপজেলাসহ মোট ৮০টি উপজেলায় ৬৪০টি ইউনিয়নে ৫১২০টি (পূর্বের চালুকৃত ১৬০০টি কেন্দ্রসহ) গ্রামে মাতৃকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রতি উপজেলায় ৮টি ইউনিয়নের প্রতি ইউনিয়নের ৮টি করিয়া মাতৃকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। উল্লেখ থাকে যে পর্যায়ক্রমে উক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করা হবে। পর্যায়ক্রম নিম্নরূপ ঃ

বৎসর	উপজেলার সংখ্যা	মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা
১৯৮৫-৮৬	৪০টি	২,৫৬০(১৬০০সহ)
১৯৮৬-৮৭	৫০টি	৩,২০০
১৯৮৭-৮৮	৬০ „	৩,৮৪০
১৯৮৮-৮৯	৭০ „	৪,৪৮০
১৯৮৯-৯০	৮০ „	৫,১২০

(খ) **মাতৃকেন্দ্রের তালিকাভুক্ত সদস্যের সংখ্যা ঃ** প্রকল্পের প্রতি মাতৃকেন্দ্রে ন্যূনতম ২০ জন করিয়া সদস্য (বৎসরওয়ারী) তালিকাভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। ইহাতে প্রকল্প মেয়াদে পর্যায়ক্রমে ৫,১২০টি মাতৃকেন্দ্রে মোট

৩,৮৪,০০০ সদস্য তালিকাভুক্ত হবেন। তালিকাভুক্ত সদস্যার সংখ্যা পর্যায়-ক্রমে নিম্নে দেখানো হলো :

বৎসর	উপজেলায় মাতৃ-কেন্দ্রের সংখ্যা	গড় তালিকাভুক্ত সদস্যার সংখ্যা	মোট সদস্যার সংখ্যা
১৯৮৫-৮৬	২,৫৬০	২,৫৬০ × ২০	৫১,২০০
১৯৮৬-৮৭	৩,২০০	৩,২০০ × ২০	৬৪,০০০
১৯৮৭-৮৮	৩,৮৪০	৩,৮৪০ × ২০	৭৬,৮০০
১৯৮৮-৮৯	৪,৪৮০	৪,৪৮০ × ২০	৮৯,৬০০
১৯৮৯-৯০	৫,১২০	৫,১২০ × ২০	১,০২,৪০০
			৩,৮৪,০০০

(গ) মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ সদস্য সংখ্যা : প্রকল্পের প্রতি মাতৃকেন্দ্রের তালিকাভুক্ত সদস্যাদের মধ্য হইতে ১০ জন জন্ম দান সক্ষম মহিলাকে এবং মাতৃকেন্দ্রের সদস্যা বহির্ভুত জন্ম দান ২০ জন সক্ষম মহিলাকে পরিবার পরিকল্পনা বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যমাত্রা পি. পি. তে রয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পে নিয়োজিত ইনস্ট্রাকটর মাতৃকেন্দ্রের বহির্ভুত অতিরিক্ত আরও প্রতি কেন্দ্রে ৫ জন মহিলাকে পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবেন। প্রকল্প মেয়াদে পর্যায়ক্রমে মোট ৪,৭৬,৬২৮ জন মহিলাকে পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহনে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। বৎসরওয়ারী বিভাজন নিম্নে প্রদত্ত হলো :

(১) (ক) মাতৃকেন্দ্রে তালিকাভুক্ত সদস্যাদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা :

বৎসর	মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা	পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ কারীর সংখ্যা	মোট
১৯৮৫-৮৬	২,৫৬০	২,৫৬০ × ২০	৫১,২০০
১৯৮৬-৮৭	৩,২০০	৩,২০০ × ২০	৬৪,০০০
১৯৮৭-৮৮	৩,৮৪০	৩,৮৪০ × ২০	৭৬,৮০০
১৯৮৮-৮৯	৪,৪৮০	৪,৪৮০ × ২০	৮৯,৬০০
১৯৮৯-৯০	৫,১২০	৫,১২০ × ২০	১,০২,৪০০
			৩,৮৪,০০০

(২) (খ) মোটিভেটর-কাম-ইনস্ট্রাকটরগণ কর্তৃক মাতৃকেন্দ্র সদস্য বহির্ভূত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণকারীর সংখ্যা :

বৎসর	মোটিভেটর-কাম-ইনস্ট্রাকটরদের সংখ্যা	পরিবার পরিকল্পনা মোট গ্রহণকারীর সংখ্যা	
১৯৮৫-৮৬	৮৫৪	৮৫৪ × ১৪	১১৯৫৬
১৯৮৬-৮৭	১০৬৭	১০৬৭ × ১৪	১৪৯৩৮
১৯৮৭-৮৮	১২৮০	১২৮০ × ১৪	১৭৯২০
১৯৮৮-৮৯	১৪৫৪	১৪৫৪ × ১৪	২০৩৫৬
১৯৮৯-৯০	১৭০৭	১৭০৭ × ১৪	২৩৮৯৮
			৮৯৬২৮

১ ও ২ মিলে সর্বমোট ৩,৮৪,০০০+৮৯,৬২৮=৪,৭৩,৬২৮।

(গ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ : প্রকল্পের মাধ্যমে ৩,৮৪,০০০ জন মহিলাকে বিভিন্ন ট্রেডে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা পি. পিতে রাখা হয়েছে। ৪০,১৬০ জন মহিলাকে সাবেক জেলার ২২টি উপজেলা সদরে ২২টি প্রশিক্ষণ-কাম-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে উন্নতর প্রশিক্ষন ও উৎপাদন কাজে নিয়োজিত করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রস্তাবিত কেন্দ্রসমূহে স্থানীয় কাঁচামালের প্রাচুর্যতা, প্রস্তুতকৃত পণ্যের বাজার সাম্ভব্যতা ও পেশাগত সদস্যাদের সহজ লভ্যতা বিবেচনা করে কেন্দ্রের ট্রেডসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে মাসে প্রতি সদস্যা প্রায় ২০০ টাকা উপার্জন করতে পারবেন। কেন্দ্রের উৎপাদন কর্মসূচী হবে উপার্জিত আয় নিম্নলিখিত হারে বন্টন করা হবে :

(ক) কেন্দ্রের শ্রম দানকারীকে	৭৫%
(খ) নিয়োজিত কারিগরী প্রশিক্ষকের ভাতা	৫%
(গ) মেশিনারী অপচয় ও মেরামত বাবদ	১০%
(ঘ) সদস্যাদের সঞ্চয় তহবিলের জন্য	১০%
	১০০%

(ঘ) **ফ্যামিলি এসিসট্যান্স ফান্ড :** প্রকল্প মেয়াদে মাতৃকেন্দ্রে 'ক' শ্রেণী পরিবারের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে মোট ১,৫৩,৬০,০০০ টাকা (ফ্যামিলি এসিসট্যান্স ফান্ড) সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে বিতরনের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে প্রতি ক্ষেত্রে ৩,০০০ টাকা প্রদান করা হবে। উক্ত অর্থ স্কীমের মাধ্যমে ঋণ হিসাবে ৫০০ হইতে ১.৫০০ টাকা দেওয়া যাবে। ফ্যামিলি এসিসট্যান্স ফান্ড বাবদ সদস্যদের নিকট হতে ব্যাংক কোন সুদ আদায় করবেন না তবে ব্যাংক নীতি অনুযায়ী খরচ মিটানোর জন্য ৩% সার্ভিস চার্জ আদায় করে থাকবেন।

৮। **উপসংহার :** মাতৃকেন্দ্রগুলির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়ন করে এর লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে গ্রামের অজ্ঞ, অশিক্ষিত এবং মহিলাদের মধ্যে আত্ম সচেতনাবোধ জাগরন করা তাদের কর্মদক্ষতাকে আরও সুগঠিত করা। এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা সর্বোপরি ছোট্ট সুখী সংসার গড়ার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা।

এক নজরে মাতৃকেন্দ্রের কার্যক্রম

১। **প্রকল্পের নাম ঃ**

"জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার" (মাতৃকেন্দ্র)

২। **সূচনা ঃ**

জাতীয় অগ্রগতির অন্যতম প্রধান অন্তরায় হইল মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সাথে সংগতিহীন দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিরূপ প্রতিক্রিয়া, একটি জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা যৌথ এবং স্বতন্ত্রভাবে ঐ জনগোষ্ঠীর জনমিতিক প্রবণতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই বর্তমান বাংলাদেশে জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বহুমুখী প্রচেষ্টার উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়। বহুমুখী কর্মসূচীর মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীকে পরিবার পরিকল্পনা বহির্ভূত ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত করার মাধ্যমে জনসংখ্যা সম্পর্কিত কর্মতৎপরতা সমন্বিত করা। এই কাজ পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের সহায়ক এবং উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরও গ্রহণযোগ্য করিয়া তোলার জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীকে পরিবারের কল্যাণ তৎপরতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করা প্রয়োজন, মানুষের জীবনে গুণগত ও বস্তুগত দিকের উন্নয়ন সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই ভাবে বহুমুখী উদ্বুদ্ধকরণ ও উন্নয়ন উপাদানসমূহের সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনকে জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলার কৌশল হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ জনসংখ্যা সামাজিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক উন্নতি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সমস্যাবলী সমাধানের একটি কার্যকর নীতি অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলাদেশে বহুমুখী কর্মসূচী চালু করা হয়। সমাজ সেবা অধিদপ্তরাধীন গ্রামীণ সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত "জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার" (মাতৃকেন্দ্র) প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গৃহীত বহুমুখী কর্মসূচীর একটি। ইহা ১৯৭৫ সনে পরীক্ষামূলক কর্মসূচী (পাইলট প্রোগ্রাম) হিসাবে চালু করা হয়। এ প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত।

৩। **মাতৃকেন্দ্র কি ঃ**

মাতৃকেন্দ্র মূলতঃ গ্রামীণ মহিলাদের একটি সংগঠন। গ্রামের মহিলাদের ভূমিকাকে অর্থপূর্ণ করিয়া তোলার ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত গ্রামে ন্যূনতম ২০ জন সদস্যাকে নিয়া একটি সাধারণ কমিটি গঠন করা হইয়া থাকে। সাধারণ কমিটি হইতে ১১ জন সদস্যা নিয়ে একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি গঠন ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণ সক্রিয়ভাবে সহায়তা করিয়া থাকেন।

৪। **মাতৃকেন্দ্রের গঠন ঃ**

প্রক্রিয়া ঃ

উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণ একটি নির্দিষ্ট তারিখে প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ-এর চেয়ারম্যান, ইউনিয়নের সদস্য, গ্রাম কমিটির

সদস্য গ্রামের বিশিষ্ট সমাজ সেবী এবং প্রকল্পভুক্ত গ্রামের সকল মহিলাদের একটি সভা আহ্বান করিয়া মাতৃকেন্দ্রের প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর মাতৃকেন্দ্রের কমিটি গঠন করা হয়।

৫। সদর দপ্তর ঃ

একজন উপ-পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক মাতৃকেন্দ্র প্রকল্পের কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিয়োজিত আছেন। মহা-পরিচালক ও পরিচালক (প্রোগ্রাম) এর নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে প্রকল্প পরিচালক কর্মসূচী পরিচালনার কাজ সম্পন্ন করেন। ৩ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন মার্কেটিং অফিসার, ১ জন ডিজাইনার, ১ জন কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার, ১ জন হিসাব রক্ষণ অফিসার কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালককে সহযোগিতা করেন।

৬। উপজেলা পর্যায়ে ঃ

গ্রামীণ সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মরত একজন উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা কর্মসূচীর সার্বিক পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন। উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে একজন ফিল্ড সুপারভাইজার ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন সমাজ কর্মী এবং গ্রাম পর্যায়ে মটিভেটর-কাম-ইন্সট্রাকটর (কারীগরী প্রশিক্ষক) মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচীর পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করেন।

৭। মাতৃকেন্দ্রের কর্মসূচী ঃ

গ্রাম পর্যায়ে মাতৃকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামের মহিলাদের সংগঠন করিয়া স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী তাহাদেরকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মহিলাদেরকে ছোট পরিবার গঠনের বিষয়ে শিক্ষাদান ও সক্ষম দম্পতিদের জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। যাহারা পদ্ধতি গ্রহণে আগ্রহী তাদেরকে পদ্ধতিওয়ারী সেবা প্রদান করা হয়।

তাছাড়াও কেন্দ্রের মহিলাদেরকে অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিশু যত্ন, প্রাথমিক চিকিৎসা, শাক-সব্জি চাষ, হাঁস মুরগী পালন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞান দান করা হইয়া থাকে। মাতৃকেন্দ্রের তালিকাভুক্ত দুঃস্থ মহিলাদেরকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য স্কীমের বিপরীতে ৫০০'০০ টাকা থেকে ২৫০০'০০ টাকা পর্যন্ত ফেরৎযোগ্য মূলধন (ঋণ) দেওয়া হইয়া থাকে।

উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রের জন্য মূলধন হিসাবে ৪০০০'০০ টাকা দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রের বাৎসরিক আনুষঙ্গিক খরচের জন্য প্রতি মাসে ৫০'০০ টাকা হারে মোট ৬০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়।

৮। লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি ঃ

জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্র ব্যবহার (মাতৃকেন্দ্র) প্রকল্পের কর্মসূচী ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯টি জেলার ১৯টি থানায় (বর্তমান উপজেলা) পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭৬০টি মাতৃকেন্দ্র স্থাপন করিয়া ৩০,০০০ মহিলাকে বৃত্তিমূলক

প্রশিক্ষণ এবং ৩৫,০০০ জনকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়া পদ্ধতিওয়ারী সেবা প্রদান করা হয়। ১৯৮০ সনের জুন মাসে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের মেয়াদ সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে (১৯৮০—৮৫) প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচী চালুকৃত ১৯টি উপজেলার সংগে আরও ২১টি উপজেলায় সম্প্রসারিত করিয়া লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৮৪০টি গ্রামে মাতৃকেন্দ্র স্থাপন এবং ১,২৮,২০০ জন মহিলাকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং ১,২৫,১১৯ জনকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়া পদ্ধতিওয়ারী সেবা প্রদান করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট (১৯+২১)=৪০টি উপজেলায় এবং ৭৬০+৮৪০)=১৬০০টি গ্রামে মাতৃকেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে (১৯৮৫—৯০) ৮০টি উপজেলায় ৫১২০টি গ্রামে মাতৃকেন্দ্র গঠন। ৩৮৪০০০ জন মহিলাদেরকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং ৪৭৩৬২৮ জন মহিলাকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করানো।

৯। অর্থের উৎস—বিশ্ব ব্যাংক (ক্যানাডিয়ান সিডা)।

বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।